রোমে তিন বাংলাদেশি হত্যায় অভিযুক্ত বিএনপি নেতা, দাবি ইতালীয় গণমাধ্যমের

অভিযুক্ত শাহাদাত। ছবি: সংগৃহীত

ইতালির রাজধানী রোমে একই পরিবারের তিন বাংলাদেশিকে হত্যার ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে অভিযুক্ত পলাতক শাহাদাত হোসেনকে ঘিরে তদন্তে নতুন তথ্য সামনে এসেছে। ইতালীয় গণমাধ্যমগুলোর দাবি, তিনি রোমে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

এ তথ্য প্রকাশের পর তার রাজনৈতিক যোগাযোগ, পরিচিতজন এবং সম্ভাব্য সহযোগীদের বিষয়েও তদন্ত শুরু করেছে ইতালির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তবে এখন পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে ইতালীয় কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শাহাদাত হোসেন নিজেকে বিএনপির রোম শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পরিচয় দিতেন। তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দলীয় সভা, সমাবেশ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার ছবি ও পোস্ট রয়েছে। এছাড়া ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত একটি সদস্য তালিকায়ও তাকে ওই পদে দেখানো হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্তকারী ইতালির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পর পলাতক থাকার সময় শাহাদাত পরিচিত কারও সহযোগিতা পেয়ে থাকতে পারেন। সেই সম্ভাবনা যাচাই করতেই তার ঘনিষ্ঠজন ও যোগাযোগের নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

এদিকে তদন্তের অংশ হিসেবে শাহাদাতের একটি পুরোনো ফেসবুক পোস্টও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। হত্যাকাণ্ডের কয়েক দিন আগে দেওয়া ওই পোস্টে তিনি লেখেন, "কেউ একা মারা যায় না। সবসময় তার সঙ্গে আরেকজনও মারা যায়। মৃত্যু এলে নিজের প্রিয়জনদেরও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে কাউকে প্রিয়জন হারানোর কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকতে না হয়।" তবে এই পোস্টের সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের সরাসরি কোনো সম্পর্ক রয়েছে বলে এখনো নিশ্চিত করেনি তদন্তকারী সংস্থা।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, স্থানীয় সময় শনিবার রাত ৯টার কিছু পর একটি ধারালো দা (ম্যাশেটি) নিয়ে ওই পরিবারের বাসায় প্রবেশ করেন শাহাদাত। সেখানে প্রথমে আরজু বেগম ও তার আট বছর বয়সী মেয়ে আরোয়াকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পরে আরজু বেগমের স্বামী কামাল উদ্দিনও হামলার শিকার হয়ে নিহত হন।

তদন্তকারীদের ধারণা, হত্যাকাণ্ডের পর তিনজনের মরদেহ বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। এ সময় বাসায় ফিরে বাবা-মা ও বোনকে রক্ষার চেষ্টা করেন দম্পতির ২০ বছর বয়সী ছেলে আমির। হামলাকারীর সঙ্গে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে তিনি গুরুতর আহত হন। বর্তমানে আমির রোমের জেমেলি হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি বারবার বলেন, "সে আমার মাকে হত্যা করেছে, আমার পুরো পরিবারকে শেষ করে দিয়েছে।" পুলিশকে তিনি হামলাকারীর নামও জানান এবং বলেন, "এটা শাহাদাতই করেছে।"

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা আগোস্তিনো জানান, সেদিন রাতে তিনি নরওয়ে ও ফ্রান্সের ফুটবল ম্যাচ দেখছিলেন। হঠাৎ বাইরে চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসে দেখেন, আমির রাস্তায় পড়ে আছেন এবং এক ব্যক্তি তার ওপর হামলা চালাচ্ছে। পরে হামলাকারী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই শাহাদাত হোসেনের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাকে গ্রেপ্তারে কাসালোত্তি এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করছে ইতালির পুলিশ। পাশাপাশি দেশজুড়ে তার অবস্থান শনাক্তে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, এ ঘটনায় শাহাদাত হোসেনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ এখনো আদালতে প্রমাণিত হয়নি। একইভাবে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততার বিষয়েও ইতালীয় কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু নিশ্চিত করেনি।